১৪-০৫-১৯ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- প্রকৃত শান্তির অনুভব করার জন্য এই শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাও, যখন চাও এই শরীর রূপী বাজনা বাজাও আবার যখন চাও এই শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাও"

প্রশ্ন :- প্রেমের সাগর শিববাবার প্রেমের জাদু কি ?

উত্তর :- প্রেমের সাগর শিববাবা বাচ্চাদের প্রেমের সঙ্গে শিক্ষা দিয়ে নিজের সমান অতি মিষ্টি, অতি প্রিয় বানিয়ে দেন। তাঁর প্রেমের জাদু হলো যে তোমরা পূজ্য লক্ষ্মী - নারায়ণ তুল্য হয়ে যাও, যাঁদের এক ঝলক দর্শনের জন্য আজও মানুষের ভীড় লেগে যায়। বাবা এসেছেনই বাচ্চাদের মানুষ থেকে দেবতা, পূজারী থেকে পূজ্য বানাতে।

গীত :-- তুমি প্রেমের সাগর.....

ওম্ শান্তি । এই সময় তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো অর্থাৎ আত্মার চোখ খুলে গেছে । ত্রিনেত্রী তো বলা হয় তাই না, একে তিজরীর কথাও বলা হয় । বাস্তবে একটাই নাম "রাজযোগ", রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য । যিনি এই রাজত্ব প্রাপ্ত করার তাঁর সঙ্গে আর সেই রাজধানীর সঙ্গে যোগ --- এর অক্ষরই হলো "মনমনাভব" আর "মধ্যাজীভব"। আমাকে স্মরণ করো আর নিজের স্বরূপকে স্মরণ করো । বাবা কোনো সংস্কৃত ভাষাতে গীতা শোনান নি। বাচ্চারা জানে যে বাবা কি বোঝান আর শাস্ত্রে কি আছে । বাবা তো অবশ্যই প্রেমের সাগর, তাই তো প্রিয়র থেকেও প্রিয় বস্তুকে স্মরণ করা হয় । বাবাও জানেন, আমি গিয়ে বাচ্চাদের সাদা সুখী করি । এই দাদা তো খুব সুখী ছিলেন, এনার কোনো দুঃখ ছিলো না । ইনি কিন্তু জানতেন না যে, বাবা এসে কি সুখ দেন । এখন তোমরা অনুভাবী হচ্ছ । বাবা এসে তোমাদের সদা সুখী, সদা শান্ত বানান । সুখ আসে সম্পত্তির কারণে । বাবা এসেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা দেন । কোনো ধনবান মানুষও তার সন্তানদের বর্সা দেন, সুখী করেন । তিনি কিন্তু শান্তি দিতে পারেন না । শান্তি তো সকলেই চায় । সন্ন্যাসীরাও বলেন, মনের শান্তি চাই কেননা মন এবং বুদ্ধি তো আত্মার ভিতরেই থাকে । তাই বলে মনের শান্তি কিভাবে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন যে -- জিজ্ঞেস করো, আত্মাকে অশান্ত কে করেছে ? ওরা তো বলে দেয় যে, আত্মা দুঃখ - সুখ থেকে পৃথক, অভোক্তা এবং অচিন্তক । তারা এই কথা জানে না যে মন - বুদ্ধি হলো আত্মার অরগ্যান্স । বাবা বোঝান যে, মায়া তোমাদের অশান্ত করে । আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত । বাকি এই সব হলো অরগ্যান্স । কিন্তু তোমরা শান্তিতে কতক্ষণ বসে থাকবে । সন্ন্যাসীদের তো হলো হঠযোগ । তারা মাটির ভিতর গর্তে ঢুকে যায় । এখানে তো বাবা সহজ রীতিতে জ্ঞান দেন । এ তো কর্মযোগ । এমনিতে তোমরা রাতেও শান্তি পাও । আচ্ছা, এ তো আমাদের হাতেই আছে যে, আমরা এই অরগ্যান্সকে কাজে ব্যবহার করবো কি না করবো । আমি এই শরীর রূপী বাজনা বাজাচ্ছি না । নিজেকে পৃথক মনে করো, এতে চোখ বন্ধ করার কোনো দরকার নেই । আত্মা এই চোখের দ্বারা দেখতে থাকে । আত্মা এই চোখ পেয়েছে দেখার জন্য । বাকি আমি মুখের দ্বারা কোনো কাজ করি না । এমনিই বসে যাই । কিন্তু কেবল বসলেই লাভ হয় না । লাভ হলো বাবাকে স্মরণ করাতে । যতক্ষণ না সর্বশক্তিমানের সঙ্গে যোগ লাগছে ততক্ষণ কোনো লাভই হবে না । যোগকেই অগ্নি বলা হয় । একে যুদ্ধের ময়দানও বলা হয় । মায়ার উপর জয়লাভ করার ময়দান । যোগের দ্বারা তোমাদের আয়ুও বৃদ্ধি পায় । বিকর্মেরও বিনাশ হয় । খুব আনন্দও হয় ।

আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে চলে যাবো । এ তো নাটক, তবুও বাবা প্রতিটা কথা বুঝিয়ে বলেন । বাবাকে স্মরণ করতে থাকো সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সেবাও করতে হবে কেননা তোমরা তো হঠযোগী নও । তোমরা এই শরীর পেয়েছো সেবাকাজ করার জন্য ।

তোমরা জানো যে, আত্মারা প্রথমে সতোপ্রধান থাকে । তারপর সতো, রজো এবং তমো অবস্থায় আসে । এখন শুরু থেকে সকলেই তমোপ্রধান । কোনো কোনো ভালো আত্মার নাম উজ্জ্বল হয় । কিন্তু পরের দিকের আত্মাদের শক্তি কম হয় । প্রথম দিকের আত্মাদের অনেক শক্তি থাকে । বেহদের বাবা হলেন প্রেমের সাগর । তিনি কতো আকর্ষণ করেন । দেখো, এই লক্ষ্মী – নারায়ণ কতো আকর্ষণ করেন । তাঁদের এতো মিষ্টি কে তৈরী করেছেন ? কেউই তা জানে না । যাঁরা নিজেরা পূজ্য ছিলো ,তারাই এখন পূজারী হয়েছে । তোমাদের মাম্মা – বাবা, তাঁরাও জানতেন না । এখন জানার ফলে জেগে উঠেছেন । আহা ! আমরাই সেই দেবতা । ভগবান বসে আমাদের জাগিয়ে তোলেন । তিনি আমাদের মায়া জয় করার উপায় বলে দেন । বাকি অন্য কোনো হাতিয়ার ইত্যাদি নেই । মানুষ এও জানে না যে মায়া কাকে বলা হয় । তারা সম্পূর্ণ অবুঝ । তারা এমন পাথর বুদ্ধির হয়েছে তাই তো বাবা এসে তাদের পরশ পাথর করে তোলেন । লক্ষ্মী – নারায়ণ হলো অতি প্রিয় । এই সময় সকলেই হলো তমোপ্রধান । পরমাত্মাকে না জানার কারণে নুড়ি – পাথরকে স্মরণ করতে থাকে । তারা ব্রহ্মা – বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও জানে না । তাঁরা হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী । লক্ষ্মী – নারায়ণ আদিদের দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ বলা হবে । কৃষ্ণ সত্য যুগে দৈবী গুণ সম্পন্ন ছিলেন । কৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে, দোলনায় দোলায় । কৃষ্ণ যদি পরে দ্বাপরে এসে থাকে তাহলে রামকে ঝোলানো উচিত । কিন্তু রামকে কখনোই এমনভাবে দোলানো হয় না । তোমরা জানো যে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে আসে । কোনো দেরী হয় না । আত্মা সবথেকে তীব্র গতিতে দৌড়তে পারে । আত্মার এক সেকেন্ডও লাগে না, এর থেকে তীব্র রুহানী রকেট আর কিছুই হয় না । বাকি সবই হলো লৌকিক জিনিস ।

তুমি হলে প্রেমের সাগর । এ একের মহিমা সম্বন্ধে গাওয়া হয় । অবশ্যই তিনি কিছু করেছিলেন, তাই তো তাঁর এমন মহিমা করা হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, শিববাবা হলেন প্রেমের সাগর । বাবার প্রেমের কি জাদু, তিনি শিক্ষা দিয়ে এমন লক্ষ্মী – নারায়ণ তুল্য বানিয়ে দেন । তাঁরাও কতো সুন্দর, তাঁদের এক ঝলক দেখার জন্য কতো মানুষ যায় । শ্রীনাথ দ্বারে এক ঝলক দর্শনের জন্য লাঠির আঘাতও সহ্য করে । কতো ভীড় হয় সেখানে । বাবা বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের এতটাই মিষ্টি, এতটাই প্রিয় বানাই । তোমরাই সেই দেবী – দেবতা ছিলে । আমিই সেই ---সেই আমি --- – এমন কথা তো বলা হয় । বাস্তবে হলো -- সেই আমি ---- আমিই সে । আমরাই সেই বাবার সন্তান, আমরাই সেই দেবী – দেবতা ছিলাম আবার আমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছি । বাকি আত্মাই পরমাত্মা বা পরমাত্মাই আত্মা, এমন কোনো কথা নেই । আমরাই সেই আত্মা যাঁরা পূজ্য দেবী – দেবতা ছিলাম, তারপর আমরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি । আমরাই সেই দেবতা ছিলাম, তারপর দুই কলা কম হয়ে গিয়েছিলো, তারপর আমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছিলাম, তারপর বৈশ্য হয়েছি, আরো দুই কলা কম হয়ে গিয়েছিলো, একেই বলা হয় স্বদর্শন । এক সেকেন্ড সময় লাগে এই চক্র ঘোরাতে । এখন আমরা আবার ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি --- এই নেশা চড়তে থাকা উচিত, এই কারণেই গাওয়া হয় -- অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জিজ্ঞেস করতে হলে গোপী বল্লভের গোপ – গোপীদের জিজ্ঞেস করো । এখন আমরা আবার এসে বাবার হয়েছি । আমরাই আবার দেবতা হবো । আমরাই রাতে ছিলাম আমরাই আবার এখন দিনে আছি L গায়নও আছে -- জ্ঞান অঞ্জন সদ্গুরু দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ

হয়েছে -------। আমরা সম্পূর্ণ তমোপ্রধান ছিলাম, এখন বাবা আমাদের কি বানাচ্ছেন --- তিনি কতো শখ করে আমাদের পালন করেন । বাবাকে অনেক মন্দ কথাও শুনতে হয় । কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন ---- এও ড্রামা । কিছুই নতুন নয় । যুদ্ধের ময়দানে তো অবশ্যই পরিশ্রম করতে হয় । এমন নয় যে পরিশ্রম ছাড়াই রাজত্ব পাওয়া যাবে । স্টুডেন্ট থোড়াই এমন বলবে যে -- মাস্টার জী আশীর্বাদ করো । ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য তো পুরুষার্থ করতে হবে । এ হলো গডলী কলেজ ।ভগবান উবাচঃ হলো - বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই, এর অর্থও কেউ বুঝতে পারে না । বেহদের বাবা বাচ্চাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । রাজধানী হবে এই যমুনা নদীর কণ্ঠে দিল্লীতে । এই রাজধানী অনেকের হাতেই এসেছে । এখন তো ইট - কাঠ পাথরের দিল্লী । এরপর তো সোনার দিল্লী হবে । বাকি এমন নয় যে সোনার দ্বারকা নীচে চলে গিয়েছিলো তারপর আবার বেরিয়ে এসেছে । লঙ্কা অন্য কোথাও নেই, এইসময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই হলো লঙ্কা । এখন রাবণ রাজত্ব চলছে । সমস্ত সজনী এখন শোক বাটিকাতে বসে আছে । ওখানে থাকে অশোক বাটিকা । এখানে তো প্রতি পদে শোক এবং দুঃখ । বাবা এসে তোমাদের খুব মিষ্টি স্বভাবের করেন । তিনি বলেন -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা কখনোই কাউকে দুঃখ দিও না । সুখ -শান্তির দাতা হলেন একমাত্র বাবাই । বাবা এসে তোমাদের সুখ - শান্তির বর্সা দেন, তাই অবশ্যই তাঁর শ্রীমত অনুযায়ী চলা উচিত । কাজ - কারবার করেও যতটা সময় পাও বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের পবিত্রতার শক্তি চাই, যাতে তোমরা নিরোগী কায়া পাবে । ভারতের প্রাচীন যোগের অনেক মহিমা । যখন সময় আসে তখন বাবা নিজে এসে এই জ্ঞান দেন । মানুষ তো এই জ্ঞান দিতে পারে না । এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা বাইরে যান এবং বলেন, ভারতের প্রাচীন যোগ শেখাতে এসেছি । তাঁরা কিন্তু কোনো রাজযোগ শেখান না । এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ । ভারতের প্রাচীন যোগ হলো রাজযোগ । বাবা বলেন, আমি আসিই কল্পের এই সঙ্গম যুগে । ওরা সঙ্গম যুগ অক্ষর বাদ দিয়ে যুগে - যুগে লিখে দিয়েছে । বাবা বোঝান, সত্য যুগ আর ত্রেতার যে সঙ্গম হয়, তাতে দুই কলা কম হয়ে যায় । কলিযুগেতো প্রায় সমস্ত কলাই শেষ হয়ে যায় । তোমরা দেবতা বর্ণ ----- ক্ষত্রিয় বর্ণ --- এই সমস্ত বর্ণে আসো । তোমরা বাচ্চারা যথার্থ রীতিতে বোঝো যে হলো সম্পূর্ণ এক খেলা । এ ভারতের উপরই হার - জিতের খেলা । মায়া তোমাদের হারিয়ে দেন আর বাবা এসে জয়লাভ করান । এ কেউই বোঝে না যে মায়া তোমাদের অশান্ত করেছে । এখন বাবা বলছেন, তোমরা শান্তির হার হারিয়ে ফেলেছো । এখন আবার সেই শান্তির হার আমি তোমাদের পরিয়ে দিচ্ছি, যাতে তোমরা চির শান্ত হয়ে যাও । এই স্বদর্শন চক্র ঘোরানো দরকার । বাইরে যদি শঙ্খ বাজাও তাহলে রাজা - রানী হয়ে যাবে । আর কিছুই তোমাদের করতে হবে না । এ অতি সহজ । আমরা বাবার পরিচয় পেয়েছি, বাবা আমাদের স্বর্গের রচয়িতা । বরাবর আমরাই এই স্বর্গের মালিক ছিলাম । আবার এখন বাবা এসেছেন আমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে । বাবা, এখন আমি আপনার, দ্বিতীয় আর কেউ নেই । গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়ার কারণে মানুষ বলে ---- আমার তো এক গিরিধারী গোপাল, দ্বিতীয় আর কেউ নেই ---- তারা মনে করে, কৃষ্ণই ভগবান । সবই হলো এক । ভগবানকে না জানার কারণে মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে । এখন তোমরা বাবাকে জানার কারণে আস্তিক হয়ে গেছো । ও হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । বিপরীত বুদ্ধির অর্থ পরমাত্মার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক নেই । বাবা হলেন প্রেমের সাগর, শান্তির সাগর, সুখের সাগর ----তাঁর অনেক মহিমা । এমন নয় যে এই ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর সবাই এক ভগবান । নারায়ণও ভগবান আবার রামও ভগবান । একদিকে মানুষ পরমাত্মাকে নাম - রূপ থেকে পৃথক বলে দেয় আবার অন্যদিকে নুড়ি - পাথরেও বলে দেয় । এখন তোমরা বাবাকে জেনে বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার পুরুষার্থ করছো ।

এই যে সব বাড়ী ইত্যাদি শিব বাবা বানাচ্ছেন, সব বাচ্চারা তোমাদের জন্য কেননা এখানে বাচ্চারা তোমাদের পড়তে হবে । ভ্রমণ শেষ করে যখন ঘরের কাছাকাছি এসে পৌঁছায় তখন মানুষ বুঝতে পারে যে, এখন আমরা ঘরে এসে পৌঁছেছি । বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশী হবে । সাক্ষাৎকার করিয়ে বাবা তোমাদের আনন্দ দেবে কেননা সেই সময় অনেক হাঙ্গামা হবে । তাই এই সময় বাবার সঙ্গে থাকলে সাক্ষাৎকার হওয়া খুব সহজ হবে । যোগে বসে তোমরা অনেক সাক্ষাৎকার করতে থাকবে । খুশিতে তোমরা নৃত্য করবে । বাকি সবাই শরীর ছেড়ে চলে যাবে । নাটকে এ হলো রক্তের খেলা । তোমাদের সঙ্গে কারোর কোনো যুদ্ধ নয় । তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখবে কিন্তু তারজন্য সাহসের প্রয়োজন । দুর্বলরা তো টিকতে পারবে না । দুনিয়াতে যত বেশী দুঃখ আসবে ততই বাবা তোমাদের আনন্দে রাখার জন্য সুখ দেবে । তোমাদের বসে বসে অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । এতো বাচ্চা, শিববাবার ভাণ্ডার তো অবশ্যই ভরপুর হবে । বাচ্চাদের দ্বারাই সবকিছু হয় । কারোর কাছে সাতজন সন্তান থাকলে কেউ গরীব কেউ আবার বিত্তবান হয় । তারা তো সবাই সন্তান । ইনি তো অনেক বড় বাবা । এনার হলো বেহদের ঘর । এই মাতা - পিতা আছেন, তবুও বাচ্চারা তোমাদের সামলানোর জন্য জগদম্বাকে নিমিত্ত রাখা হয়েছে । কুমারী মাম্মার মধ্যে জ্ঞান আর যোগের শক্তি ভরপুর ছিলো । বাবাও যোগে থাকতেন । মুরলী চলতে থাকে । এমন তো মনে করো না যে, কেবল শিববাবাই মুরলী চালান । এই আত্মা কি অজ্ঞানী ? তোমরা যদি মনে করো যে ইনি অজ্ঞানী তো শিববাবাই যখন মুরলী চালায় তখন তাঁকে স্মরণ করা তো খুব ভালো । সবসময় মনে রাখবে, এনার মধ্যে শিববাবা এসে আমাদের পড়ান । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে সর্বদাই সুরক্ষিত থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আমিই সে, সে-ই আমি ---এই স্মৃতিতে থেকে স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে রুহানী নেশায় থাকতে হবে । বাবার সমান অতি মিষ্টি, অতি প্রিয় হতে হবে ।

২) সর্বদা সুরক্ষিত থাকার জন্য এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । কেবল শান্তিতে বসে থাকলে হবে না । সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করে শক্তিও নিতে হবে ।

বরদান :- নিজের শুভ এবং শক্তিশালী ভাবনার দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করে বিশ্ব কল্যাণকারী হও

বাচ্চারা, তোমাদের মনে সবসময় এই শুভ ভাবনা আছে যে, সকলের কল্যাণ হোক । প্রত্যেক আত্মা যেন অনেক জন্মের জন্য সুখী হয়ে যায়, প্রাপ্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যায় । তোমাদের এই শুভ এবং শক্তিশালী ভাবনার ফল বিশ্বের আত্মাদের পরিবর্তন করছে, ভবিষ্যতে প্রকৃতি সমেত সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে কেননা তোমাদের সঙ্গম যুগী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করার বরদান রয়েছে, তাই যে সমস্ত আত্মারা তোমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে আসে তারা সেই সময়ই শান্তি এবং স্নেহের ফলের অনুভব করে ।

স্লোগান :- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যদি নির্ণয় করো তাহলে প্রতি কর্মে সাফল্য অর্জন করবে ।